দৈনিক দুর্নীতির বার্তা

দৈনিক দুর্নীতির বার্তা
https://dainikdurniti.com
প্রকাশনা: মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ | ১২ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
সংবাদ নেয়া হয়েছে: সোমবার, ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ | ১১ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

মূল্য ১২ টাকা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

ব্রাহ্মণপাড়ার মাধবপুর বাসস্ট্যান্ডে সমিতির নামে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ

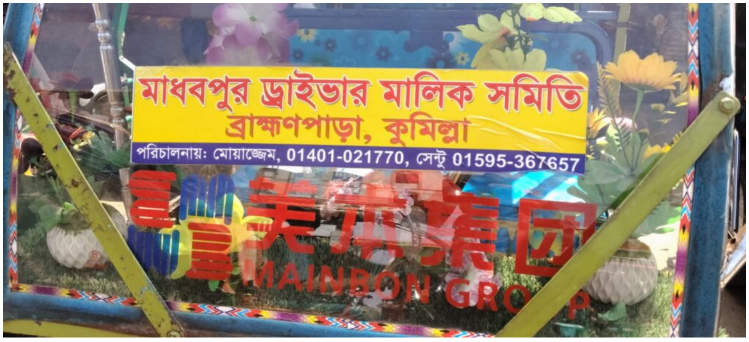
মাধবপুর ড্রাইভার মালিক সমিতি
ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা
পরিচালনায়: মোয়াজ্জেম, 01401-021770, সেন্টু 01595-367657
MAINBON GROUP

নিজস্ব প্রতিবেদক এইচ এম শাহীন জাতীয় দৈনিক দুর্নীতির বার্তা কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার মাধবপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সমিতির নামে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে মোয়াজ্জেম, সেন্টুসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মাধবপুর গ্রামের মৃত জলিলের ছেলে মোয়াজ্জেম ও হারুনের ছেলে সেন্টুসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, সমিতির ভর্তি ফি হিসেবে ৪৫০ টাকা এবং মাসিক চাঁদা হিসেবে ২০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। তবে মালিক সমিতির অনুমোদন, উপজেলা সমবায় সমিতির অনুমোদনের কাগজপত্র কিংবা সমিতির কোনো রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই বলে দাবি করা হয়েছে। সমিতিতে সভাপতি হিসেবে মোয়াজ্জেম ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সেন্টুর নাম উল্লেখ করা হলেও, তাঁদের বাইরে আর কাউকে দায়িত্বশীল হিসেবে পাওয়া যায়নি। চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে মোয়াজ্জেম ও সেন্টুর সঙ্গে অজ্ঞাতপরিচয় ১০ থেকে ১৫ জনের সম্পৃক্ততার অভিযোগও রয়েছে। এ বিষয়ে ১ নম্বর মাধবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুকুর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।” স্থানীয় কাপড় ব্যবসায়ী নজরুল ইসলামও একই কথা জানান। তবে স্থানীয় বাসিন্দা রাসেল মিয়া অভিযোগ করে বলেন, “অনেক দিন ধরে একটি চক্র এই এলাকায় মোয়াজ্জেম ও সেন্টুর নেতৃত্বে চাঁদাবাজি করছে।” ড্রাইভার শামসুল হক, হুসেন ও মালি জানান, তাঁদের কাছ থেকে প্রতি মাসে ২০০ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের ভাষ্য, মালিক সমিতির নাম করে ৪৫০ টাকা ভর্তি ফিও আদায় করা হচ্ছে। তাঁরা আরও অভিযোগ করেন, এই সমিতিতে ভর্তি না হলে মাধবপুরে গাড়ি চালাতে দেওয়া হয় না। এলাকার কোনো চালক যাত্রী নিতে...

কৃষি সহায়তায় নয়ছয়: ডিএইর ঢাকা অঞ্চলের পিডি কাইয়ুমের অপকর্মের জালে কৃষকের হাহাকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঢাকা অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (পিডি) ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম মজুমদারের বিরুদ্ধে লাগামহীন দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সম্প্রতি একাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত প্রকল্প পরিচালককে পরিবর্তনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে তালিকা প্রেরণের পর কিছু পিডিকে পরিবর্তন করা হলেও, এখনো বহাল তবিয়তে ও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছেন ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম মজুমদার। তাঁর নেতৃত্বে চলমান নানা অনিয়মের কারণে প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, ঢাকা অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের বিপরীতে কাগজে-কলমে বরাদ্দ দেখানো হলেও বাস্তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকদের কোনো অর্থ প্রদান করা হয় না। সমূদয় টাকা আত্মসাৎ করছেন পিডি নিজেই। কৃষি যন্ত্রপাতি ও পণ্যসামগ্রী কেনাকাটার নামেও চলছে হরিলুট। বিশেষ করে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে কিশোরগঞ্জ ও নিকলীসহ ঢাকা অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় আধুনিক, লাভজনক ও টেকসই কৃষি উৎপাদন এবং বাণিজ্যিক ও রপ্তানিযোগ্য ফসল উৎপাদনে কৃষকদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ছিল, তা নামমাত্র আয়োজন করা হয়েছে। হাতে গোনা কয়েকজন কৃষককে এনে নামমাত্র একটি প্যাকেটজাত খাবার ধরিয়ে দিয়েই সমাপ্ত করা হয় প্রশিক্ষণ। অথচ প্রশিক্ষণের নামে বরাদ্দের সিংহভাগ টাকাই লুটপাট করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের বরাদ্দের টাকা ফেরত দিতে চাপ প্রয়োগ করে তা আত্মসাৎ করার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। অফিসে মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত কারচুপি, ডিপিপির বাইরে নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত খরচ দেখানো এবং ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। কৃষি সহায়তার অংশ হিসেবে কৃষকদের মাঝে...

সার্বিয়ার ভুয়া কোম্পানিতে কর্মী পাঠাচ্ছে বিএমইটির ডিজি তাজিম সিণ্ডিকেট

বিশেষ প্রতিনিধিমন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি ও তদারকি ছাড়াই একক সিদ্ধান্তে সার্বিয়ার একটি দেউলিয়া ও নামসর্বস্ব পেপার কোম্পানিতে কর্মী পাঠানোর ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ক্লিয়ারেন্স শাখা এর মূল কেন্দ্রে রয়েছে বিএমইটির মহাপরিচালক (ডিজি) এবং ক্লিয়ারেন্স শাখার পরিচালক মো. তাজিম-উর-রহমানসহ বিএমইটির একটি সিণ্ডিকেট। রিক্রুটিং এজেন্সি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে এই অনিয়ম করা হচ্ছে।সার্বিয়ার মতো সংবেদনশীল বা নতুন কোনো দেশে কর্মী পাঠানোর আগে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের যাচাইবাছাই এবং আনুষ্ঠানিক পূর্বানুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। পূর্ব ইউরোপের এসব দেশ ব্যবহার করে অনেকেই অবৈধভাবে পশ্চিম ইউরোপের শেনজেনভুক্ত দেশে প্রবেশের চেষ্টা করায় মন্ত্রণালয় বরাবরই এ বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেয়ার পরও তাজিম সিণ্ডিকেট এর কোন পরোয়া না করে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের অপকর্ম।বিএমইটির ক্লিয়ারেন্স শাখা সরকারের মূল তদারকি সংস্থাকে কোনো তোয়াক্কা না করেই নিজস্ব ক্ষমতায় তাজিম উর রহমান ‘লজিক্কা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সলিউশনস ডিওও (Logikka Artificial Intelligence Solutions d.o.o.) নামের একটি বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানের ফাইল অনুমোদন করছে। মন্ত্রণালয়কে পাশ কাটিয়ে এমন ছাড়পত্র দেওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন এবং এটি অভিবাসন আইনের সরাসরি লঙ্ঘন।সম্প্রতি ওই কোম্পানিটির ওপর প্রকাশিত একটি ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রতারক চক্রটি সাধারণ চাকরিপ্রত্যাশীদের কাছে এটিকে নামীদামি তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি বা এআই) প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপস্থাপন করে আকর্ষণীয় বেতনের প্রলোভন দেখাচ্ছে। অথচ সার্বিয়ার সরকারি দপ্তরে প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধিত কাজের ধরন হলো ‘অন্যান্য বিশেষায়িত নির্মাণকাজ’।অনুসন্ধানে দেখা যায়, কোম্পানিটির বার্ষিক মোট আয় মাত্র ২১ লাখ ৪৬ হাজার সার্বিয়ান দিনার (প্রায় ১৯ থেকে ২০ হাজার...

সারাদেশের উদ্যোক্তাদের মিলনমেলা: উত্তরায় জমকালো আয়োজনে সম্পন্ন হলো ‘জাতীয় ঘি সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

জাতীয় ঘি সম্মেলন-২০২৬

ফরহাদ হোসেনঢাকা, উত্তরা, ২৪ অক্টোবর: অল ইন ওয়ান মার্কেটের উদ্যোগে দেশের ঘি শিল্পের উন্নয়ন, ভেজাল প্রতিরোধ, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং দেশীয় উৎপাদকদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকায় পলওয়েল কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে "জাতীয় ঘি সম্মেলন-২০২৬"।সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ঘি উৎপাদক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা বলেন, দেশীয় ঘি শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। সঠিক মান নিয়ন্ত্রণ, আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কার্যকর বিপণনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শুধু দেশের চাহিদাই পূরণ করতে পারবে না, ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারেও দেশীয় ঘির অবস্থান শক্তিশালী করা সম্ভব হবে।আলোচনায় ভেজালমুক্ত ও মানসম্মত ঘি উৎপাদন, ভোক্তাদের আস্থা বৃদ্ধি, উৎপাদকদের পারস্পরিক সহযোগিতা, ব্র্যান্ডিং, বাজার সম্প্রসারণ এবং রপ্তানির সম্ভাবনা নিয়েও বিস্তারিত মতবিনিময় করা হয়।বক্তারা আরও বলেন, দেশের ঐতিহ্যবাহী ঘিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। পাশাপাশি নিয়মিত প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।সম্মেলনের শেষ পর্বে দেশীয় ঘি শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ ও টেকসই করার লক্ষ্যে সকল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।উল্লেখ্য, "জাতীয় ঘি সম্মেলন-২০২৬" দেশের ঘি শিল্পকে একটি সুসংগঠিত ও মানসম্পন্ন খাতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন অংশগ্রহণকারীরা।উক্ত সম্মেলনে কিং অব ঘি খ্যাত মো: শাহাদাত হোসেনের আহবানে সারা দিয়ে অসংখ্য সফল উদ্যোক্তারা অংশ নেন। স্টেডফাস্ট কুরিয়ারের ফাউন্ডার, কে. এম রিদওয়ানুল বারি জিয়ন, নাহিদ'স ওয়ার্ল্ডের কর্ণধার মো: নাহিদ হাসান রুবেল, আর এস লেদারের ফাউন্ডার, মো: সাইদুর রহমান, বেলতা ন্যাচারাল বিডির কর্ণধার...

এনবিআরের যুবরাজদের জাল-জালিয়াতি, ৭ বছরে অর্ধশত কোটির মালিক

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
NBR

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর অঞ্চল-১২ তে কর্মরত ফুয়াদ হাসান আকন্দের বিরুদ্ধে উঠেছে আলাদিনের চেরাগ পাওয়ার মতো চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির অভিযোগ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) নিম্ন বিভাগীয় সহকারী পদে কর্মজীবন শুরু করে মাত্র সাত বছরের ব্যবধানে বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিক বনে গেছেন তিনি। ২০১৫ সালে এনবিআরে যোগ দেওয়া এই কর্মচারীর বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য, মারাত্মক তথ্য জালিয়াতি এবং অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে নামে-বেনামে প্রায় অর্ধশত কোটি টাকার সম্পদ গড়ে তোলার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি নিজের পদমর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে ছোট ভাইকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পাইয়ে দেওয়ার তথ্য উঠে এসেছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার আলী আকবর ও রিনা আক্তার দম্পতির সন্তান ফুয়াদ হাসান আকন্দ চাকরির শুরু থেকেই দ্রুত ও অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের নেশায় মেতে ওঠেন। তৃতীয় শ্রেণির পদে কর্মরত থাকলেও কৌশলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছাকাছি থেকে তিনি এনবিআরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে নিয়োগ বাণিজ্যের একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট গড়ে তোলেন। কর অঞ্চল-১২ এর কর্মচারীদের ভাষ্যমতে, এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চাকরিপ্রার্থীদের জিম্মি করে হাতিয়ে নেওয়া হতো কোটি কোটি টাকা। সাধারণ এক নাজিরের অল্প সময়ের মধ্যে এভাবে ফুলে-ফেঁপে ওঠা নিয়ে খোদ এনবিআরের ভেতরেই তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। জালিয়াতির এই জাল কেবল ঘুষ গ্রহণ বা অর্থ আত্মসাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভাই শামীম আশরাফকেও এনবিআরে চাকরি দিতে তিনি অভিনব তথ্য জালিয়াতির পথ বেছে নেন। ময়মনসিংহের ত্রিশালের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে দেখিয়ে বাসস্থানের একটি ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা...

সাবেক সচিব নজরুল ইসলামকে ঘিরে সম্পদ ও ভবন নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর নিজেকে বৈষম্যের শিকার দাবি করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে একদিনে চারটি পদোন্নতি পেয়ে সচিব হওয়ার অভিযোগে আলোচনায় আসেন সাবেক সচিব নজরুল ইসলাম। কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার হরিপুর গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা এই আমলাকে ঘিরে এখন প্রশ্ন উঠেছে তাঁর পদোন্নতির প্রক্রিয়া, কথিত সিন্ডিকেটের প্রভাব, সম্পদ অর্জন এবং রাজধানীর বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় ভবন নির্মাণে বিধিবহির্ভূত কর্মকাণ্ড নিয়ে। অভিযোগকারীদের দাবি, সরকারি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকালে নজরুল ইসলামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একটি প্রভাবশালী বলয়। এই বলয়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে সরকারি দপ্তরে প্রভাব বিস্তার, বদলি ও পদায়নে সুবিধা আদায়, আত্মীয়স্বজনকে প্রশাসনিক সুযোগ পাইয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ ও ফ্ল্যাট বিক্রিতে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। রাজধানীর দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডের তুষারধারা আবাসিক এলাকাসহ ঢাকা, কুমিল্লা ও বুড়িচংয়ে এই বলয়ের সদস্যদের নামে একাধিক ফ্ল্যাট-প্লট ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থাকার অভিযোগও সামনে এসেছে। একদিনে চার পদোন্নতি: কীভাবে সচিব হলেন নজরুল ইসলাম? অভিযোগকারীদের বর্ণনা অনুযায়ী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রশিবির সভাপতি হিসেবে পরিচিত নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষে বিসিএস ক্যাডারে যোগ দেন। ৫ আগস্ট-পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে একদিনে চারটি পদোন্নতি পেয়ে সচিব হওয়ার বিষয়টি তাঁর প্রশাসনিক উত্থান নিয়ে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। অভিযোগকারীদের দাবি, নিজেকে বৈষম্যের শিকার হিসেবে উপস্থাপন করে পদোন্নতির সুযোগ নেওয়ার পর তিনি বিভিন্ন সমিতি ও সংগঠনের ব্যানারে সরকারি দপ্তরের সভাকক্ষে সভা ও মিলনমেলার আয়োজন করতেন। এসব সংগঠনের কয়েকটির পরিচয়, নিবন্ধন, কার্যক্রম এবং সরকারি দপ্তরের সভাকক্ষ ব্যবহারের অনুমোদন যাচাই...